প্রবাসে বাংলার কৃতি সন্তান

কর্ণফুলী রিপোর্ট

সিডনীস্থ একুশে একাডেমীর ঐতিহাসিক ভাষাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্মল পালের অবদান ও কার্যক্রমকে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে গত ১লা ও ২শার ফেব্রুয়ারী (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) স্বিকৃতী দেয়া হয়েছে। প্রবাসে বাংলা ভাষা চর্চা ও সংরক্ষনে একুশে একাডেমীর ঐতিহাসিক সভাপতির ঘামঝরা কষ্ট ও উদয়স্ত পরিশ্রম বয়ে এনেছে সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্যে অমুল্য এক সম্মান। বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত টি.ভি চ্যানেল আই, চ্যানেল ওয়ান ও এন.টি.ভি ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিনে সিডনীর একুশে একাডেমীর সভাপতি নির্মল পালের একনিষ্ঠ সাধনা ও ভাষা দিবস স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সচিত্র এক চিলতে সংবাদ প্রচার করে। একুশে একাডেমীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এ পর্যন্ত কোন সফল কর্ম এবং কর্মকর্তার নাম জাতীয়ভাবে কখনো, কোথাও প্রচার হয়নি। ২শরা ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা আমার দেশের প্রচ্ছদের নয়নকাড়া কলামে নির্মল পাল ও তার একুশে একাডেমীর স্বার্থকতা নিয়ে এক দীর্ঘ সংবাদ প্রচার করা হয়। উক্ত সংবাদটি দেখে সিডনীবাসী অনেকেই আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল। সারা বাংলাদেশে টি.ভি ও বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার ধারাবাহিক প্রতিবেদন ও সংবাদের মাধ্যমে নির্মল পাল সিডনীর বাংলাদেশীদেরকে দেশের আপামর জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি টি.ভি ও পত্রিকা সংবাদে নির্মল পালকে বাংলার প্রবাসী কৃতি সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আভ্যান্তরীন কোন্দল ও একশ্রেনীর স্বার্থান্বেষীর চক্রান্তের শিকার হয়ে বাংলাদেশে অবকাশ কাটাতে যাওয়ার আগে নির্মল পাল একুশে একাডেমী থেকে তার সাধারন সদস্যপদ থেকেও অব্যহতি পাওয়ার জন্যে লিখিতভাবে আবেদন করেছিলেন। বাংলার এই কৃতি সন্তান তার মার্তৃভাষার জন্যে বিভিন্ন উপায়ে আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার ব্রত নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার সংসদ, জাতিসংঘ, বাংলাদেশ হাই কমিশন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় যাদুঘর কর্তপক্ষের সাথে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিরীহ ও শিক্ষিত বাংলাদেশী প্রবাসীরা অনেকে আড়াল থেকে বিভিন্ন আওয়াজ তুলছে এখন, আর বলছে, "ব্রাম্মন গিয়ে ক্ষমতায় এবার বামুন এসেছে, দেখা যাক কত ওয়াক্তের কাজ তারা কি গতিতে করছে।"

দৈনিক আমার দেশের সেই গর্বিত সংবাদটি এক নজর দেখা জন্যে এখানে টোকা মারুন

কর্ণফুলীর ভাষা দিবস রিপোর্ট